'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও পাখিগুলো

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

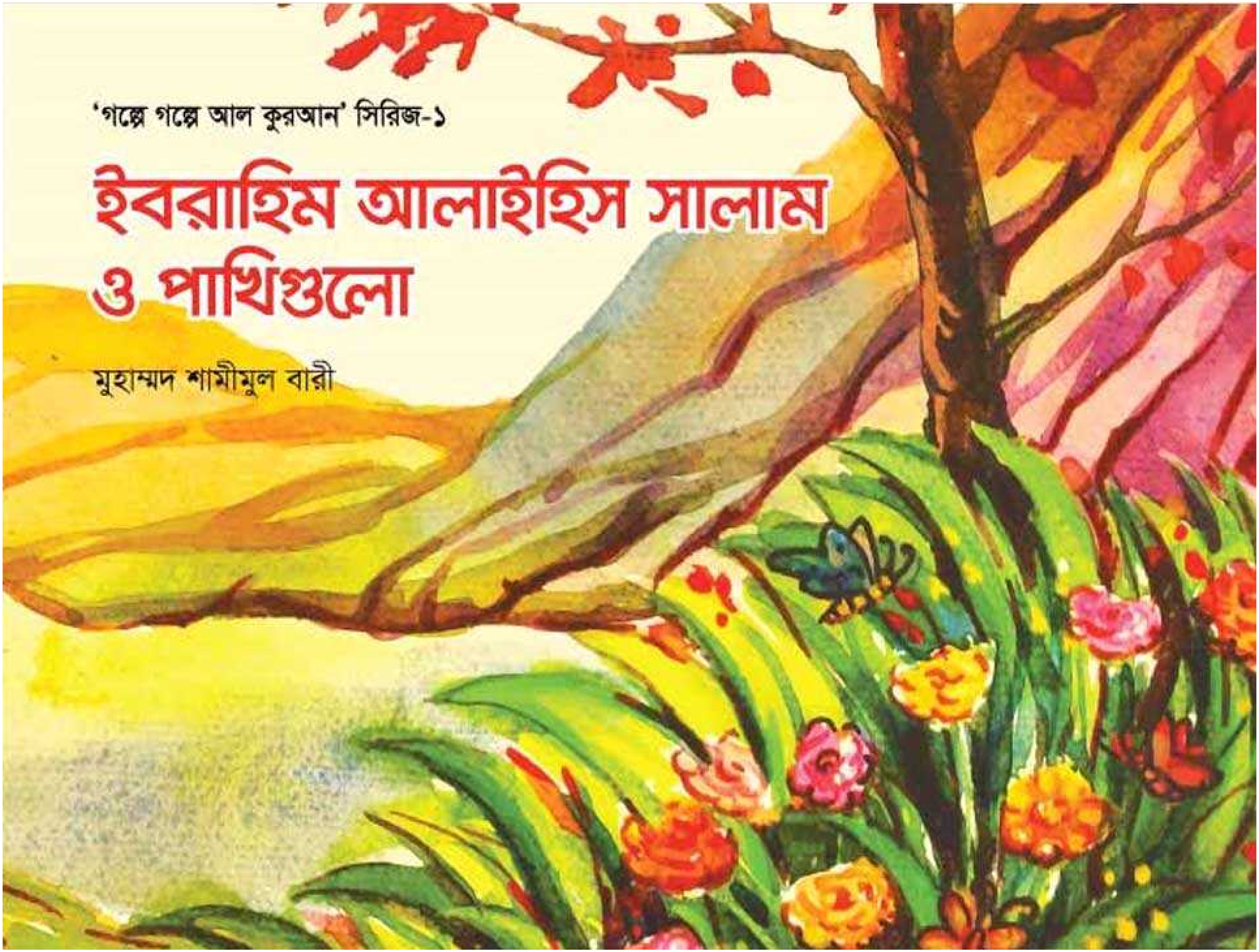

তোমরা কি জানো—এ ঘটনা আল্লাহ তায়ালা কোথায় বলেছেন?

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৬০ নম্বর আয়াত পড়লেই তোমরা এ ঘটনা জানতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অনেক দিন আগের কথা।

তখন পৃথিবীতে বাস করতেন আল্লাহর এক প্রিয় মানুষ—ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহর সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। তিনি আল্লাহর একজন মহান নবি ও রাসূল ছিলেন।

একবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন—‘হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কীভাবে পুনরায় জীবিত করেন তা কি আমায় একটু দেখাবেন?’

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—‘আমি মৃত যেকোনো কিছুকে পুনরায় জীবিত করতে পারি—এটা কি তুমি বিশ্বাস করো না?’

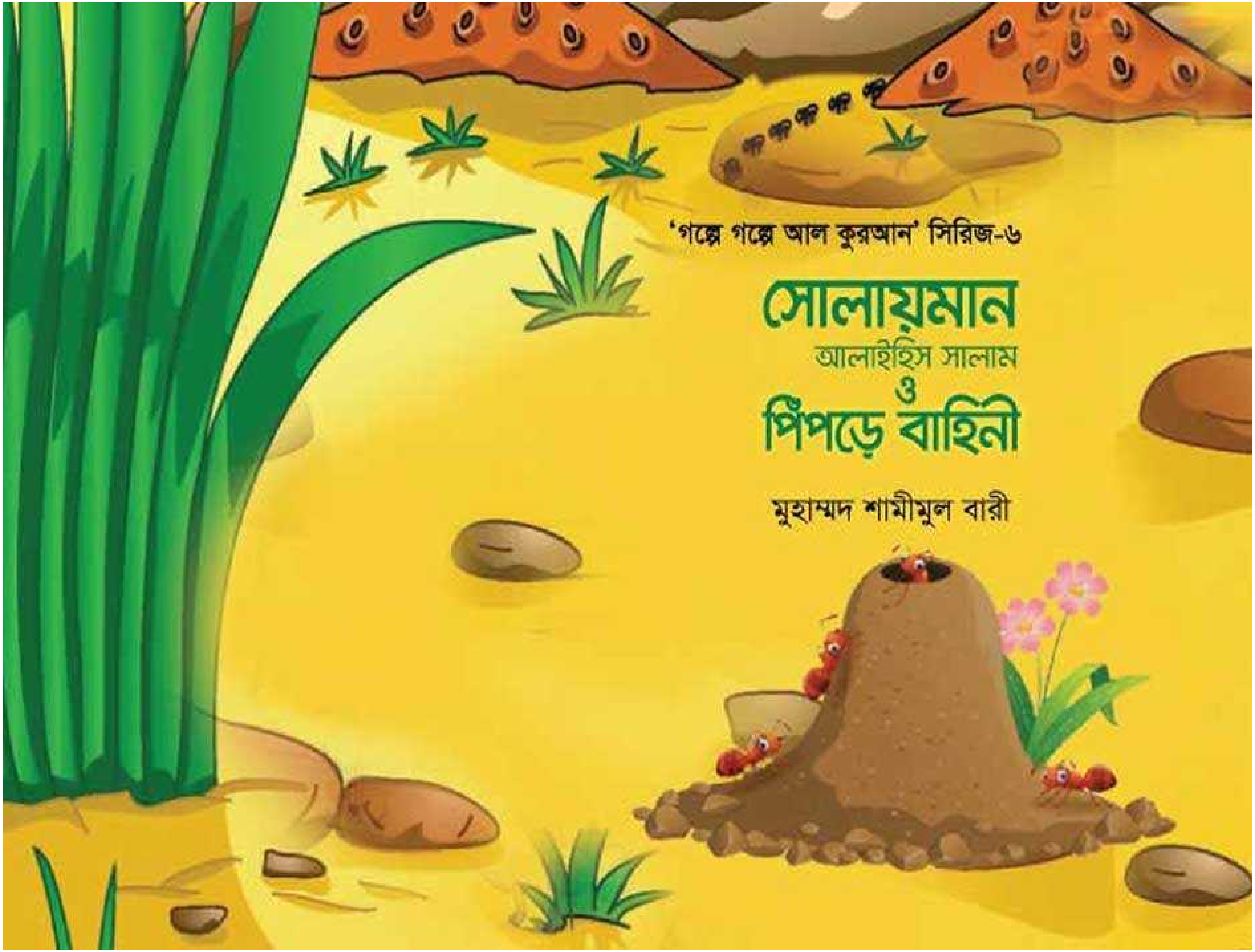
'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-৬
সোলায়মান
আলাইহিস সালাম
ও
পিঁপড়ে বাহিনী
মুহাম্মদ শামীমুল বারী

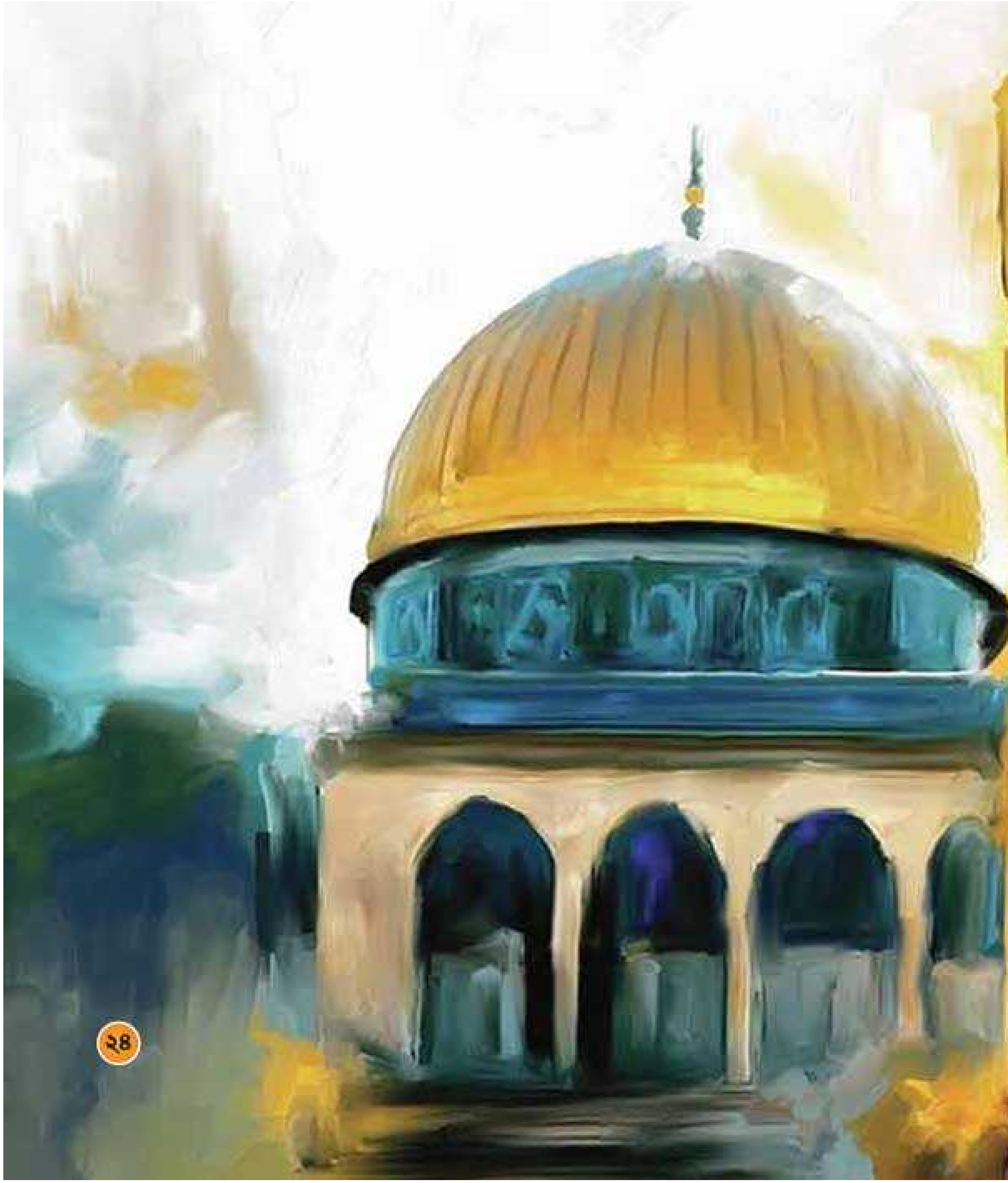

সোলায়মান আলাইহিস সালাম তাঁর এমন যোগ্যতার জন্য কোনো অহংকার প্রকাশ না করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। মূলত মানুষের যোগ্যতা ও দক্ষতা আল্লাহর নিয়ামত। এ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। অহংকারী হলে আল্লাহ্ এ নিয়ামত উঠিয়ে নেন।

এ ঘটনা আল কুরআনের সূরা আন-নামলের ১৫ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

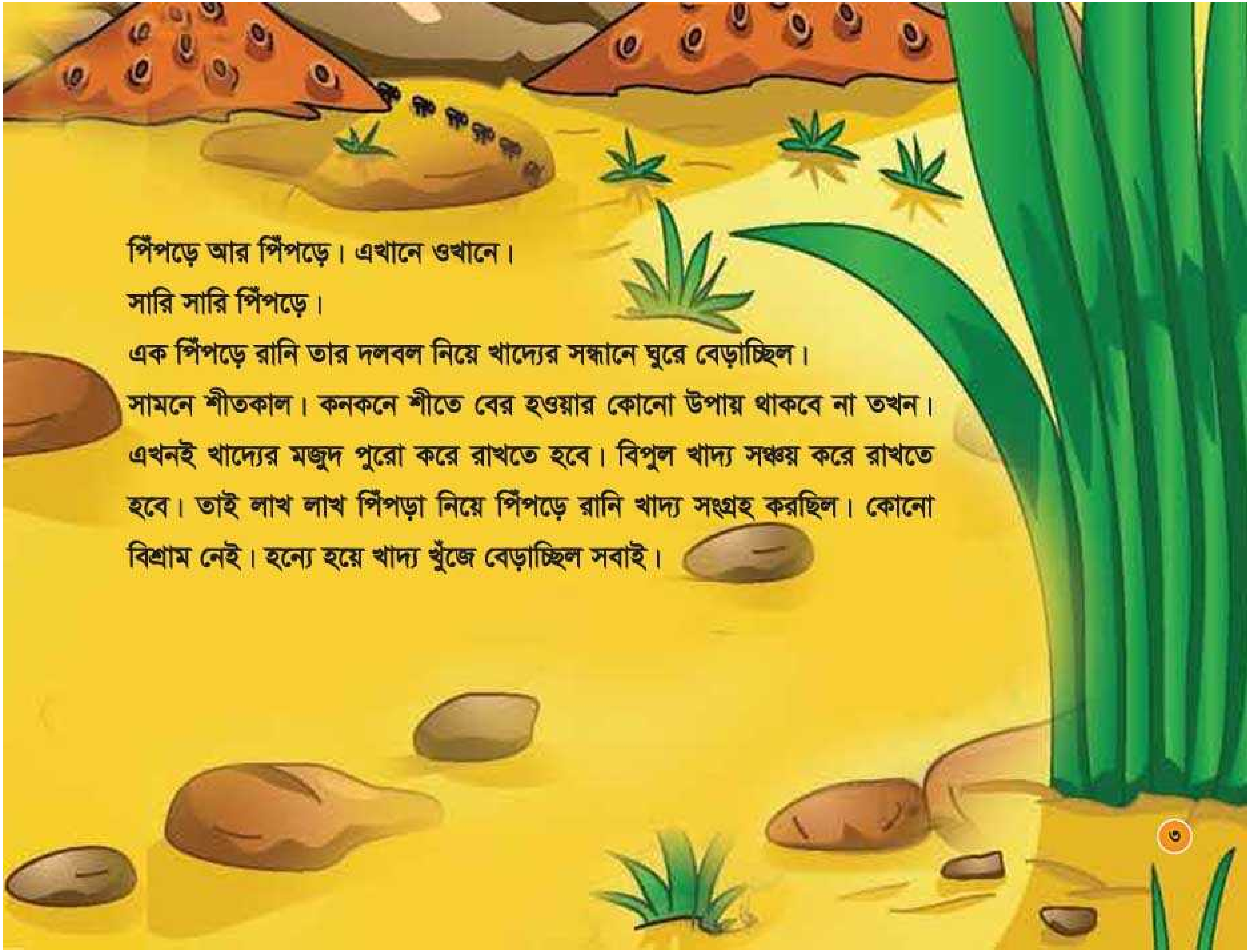

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ে। এখানে ওখানে।

সারি সারি পিঁপড়ে।

এক পিঁপড়ে রানি তার দলবল নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সামনে শীতকাল। কনকনে শীতে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না তখন। এখনই খাদ্যের মজুদ পুরো করে রাখতে হবে। বিপুল খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে। তাই লাখ লাখ পিঁপড়া নিয়ে পিঁপড়ে রানি খাদ্য সংগ্রহ করছিল। কোনো বিশ্রাম নেই। হন্যে হয়ে খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল সবাই।

পিঁপড়ে খুব ছোটো কীট হলেও বেশ বুদ্ধিমান। তারা খুব নিয়ম-নীতি মেনে চলে। একজন রানির নেতৃত্বে তারা চলে। দল বেঁধে কাজ করে। স্ত্রী পিঁপড়েরা হয় কর্মী, বেশ পরিশ্রমী। কখনো কোনো শত্রু এসে পড়লে সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায়। প্রথমে একজন এগিয়ে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসে। তারপর তিন-চারজন বেরিয়ে আসে।

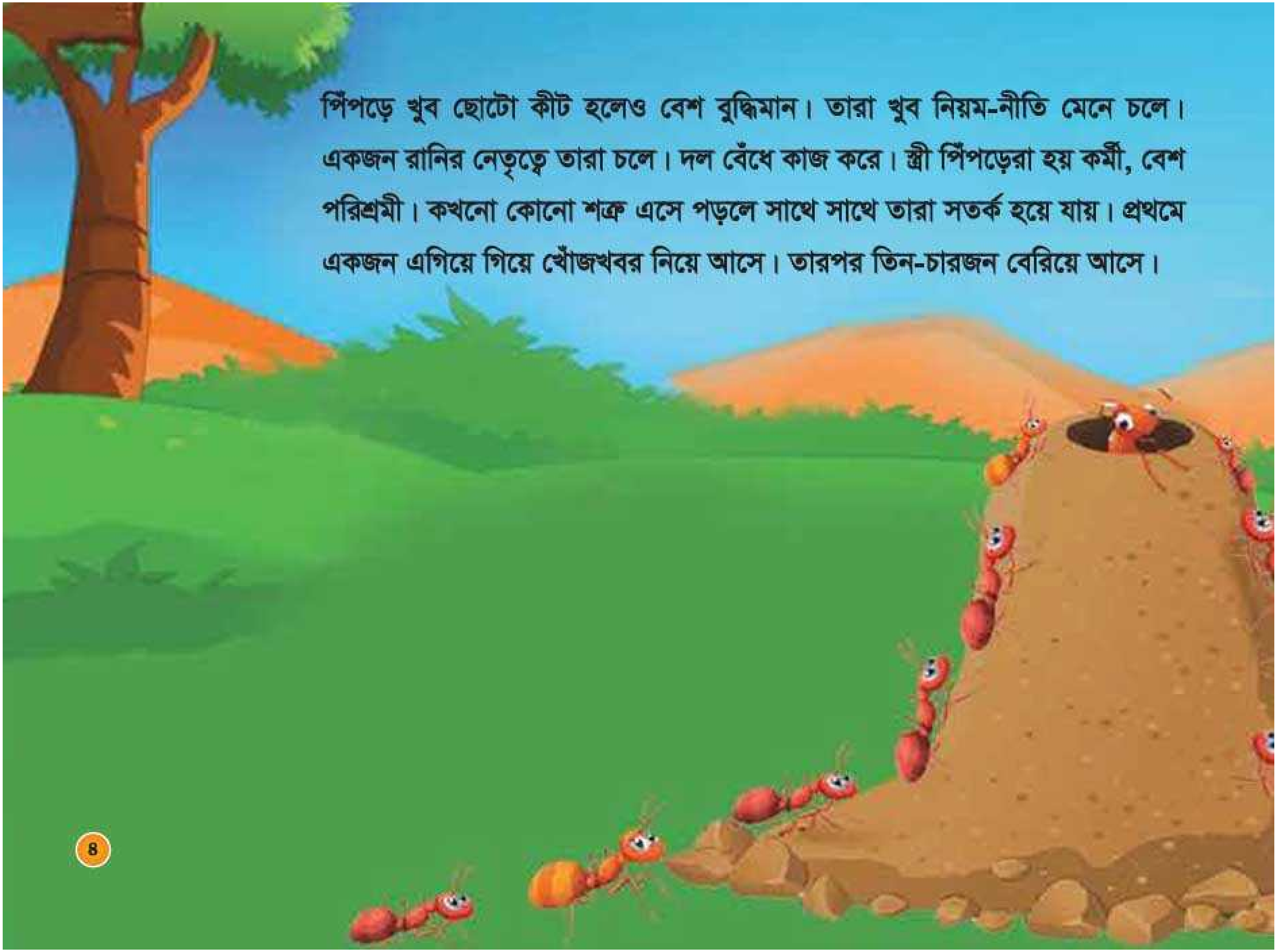

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১১

দুই বাগানের মালিক

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

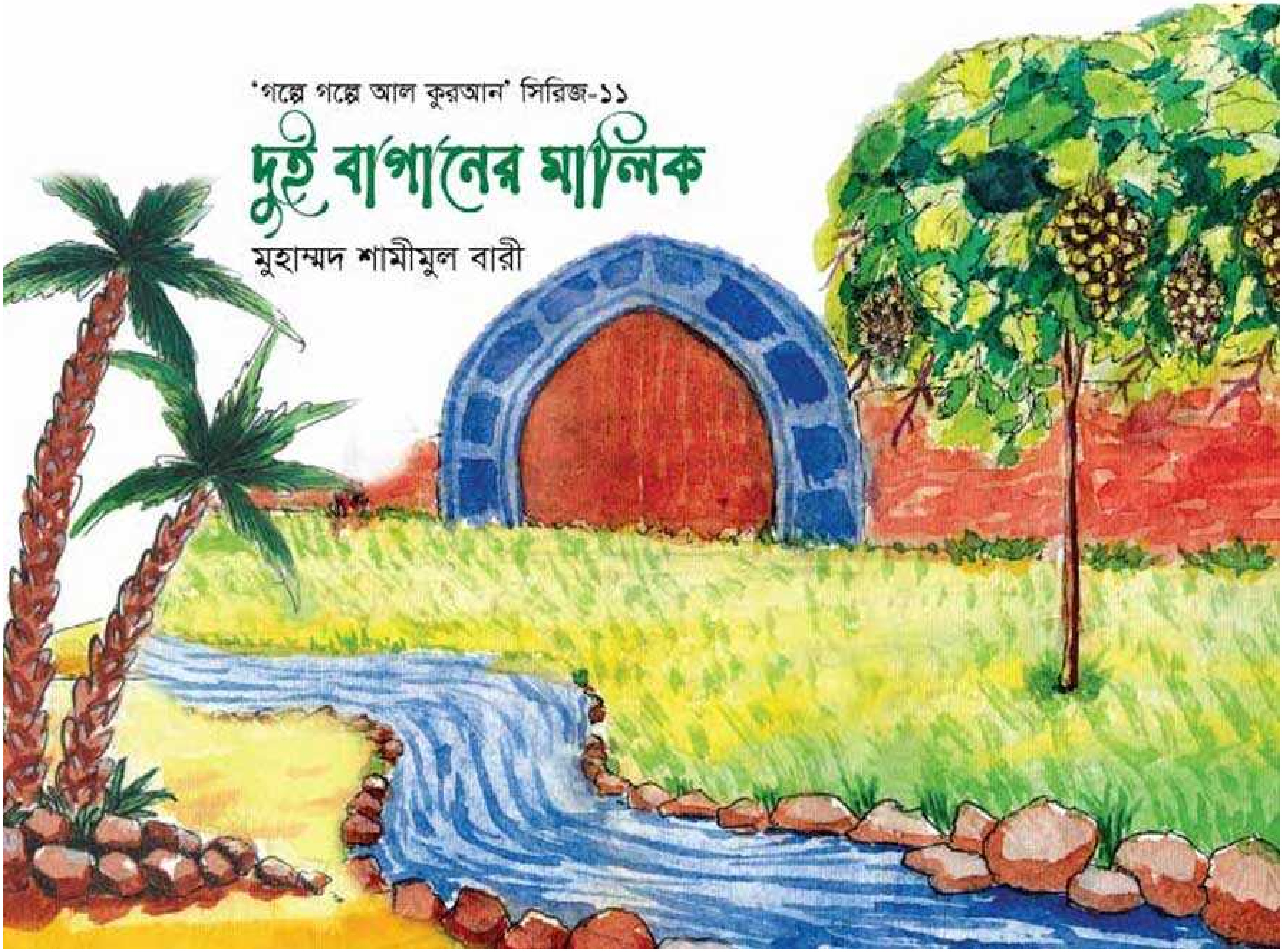

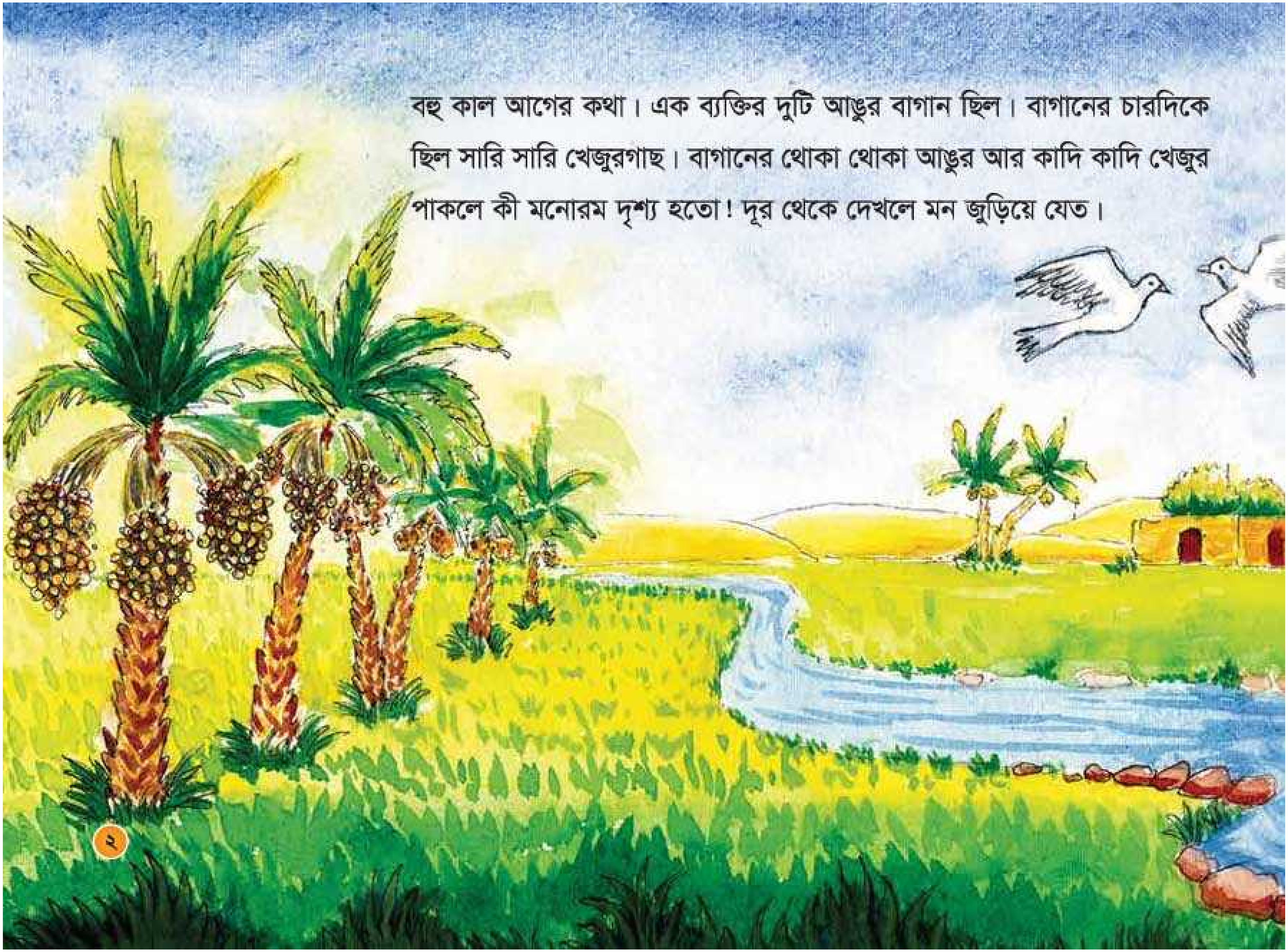

বহু কাল আগের কথা। এক ব্যক্তির দুটি আঙুর বাগান ছিল। বাগানের চারদিকে ছিল সারি সারি খেজুরগাছ। বাগানের থোকা থোকা আঙুর আর কাদি কাদি খেজুর পাকলে কী মনোরম দৃশ্য হতো! দূর থেকে দেখলে মন জুড়িয়ে যেত।

দুই বাগানের মাঝখান দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত ছিল। সেখান থেকে পানি দুই বাগানে প্রবেশ করত। এতে ফলন খুব ভালো হতো। বাগান দুটির খেজুরগাছগুলো ফলদানে কোনো কমতি করত না। আল্লাহ তায়ালা লোকটিকে যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছেন।

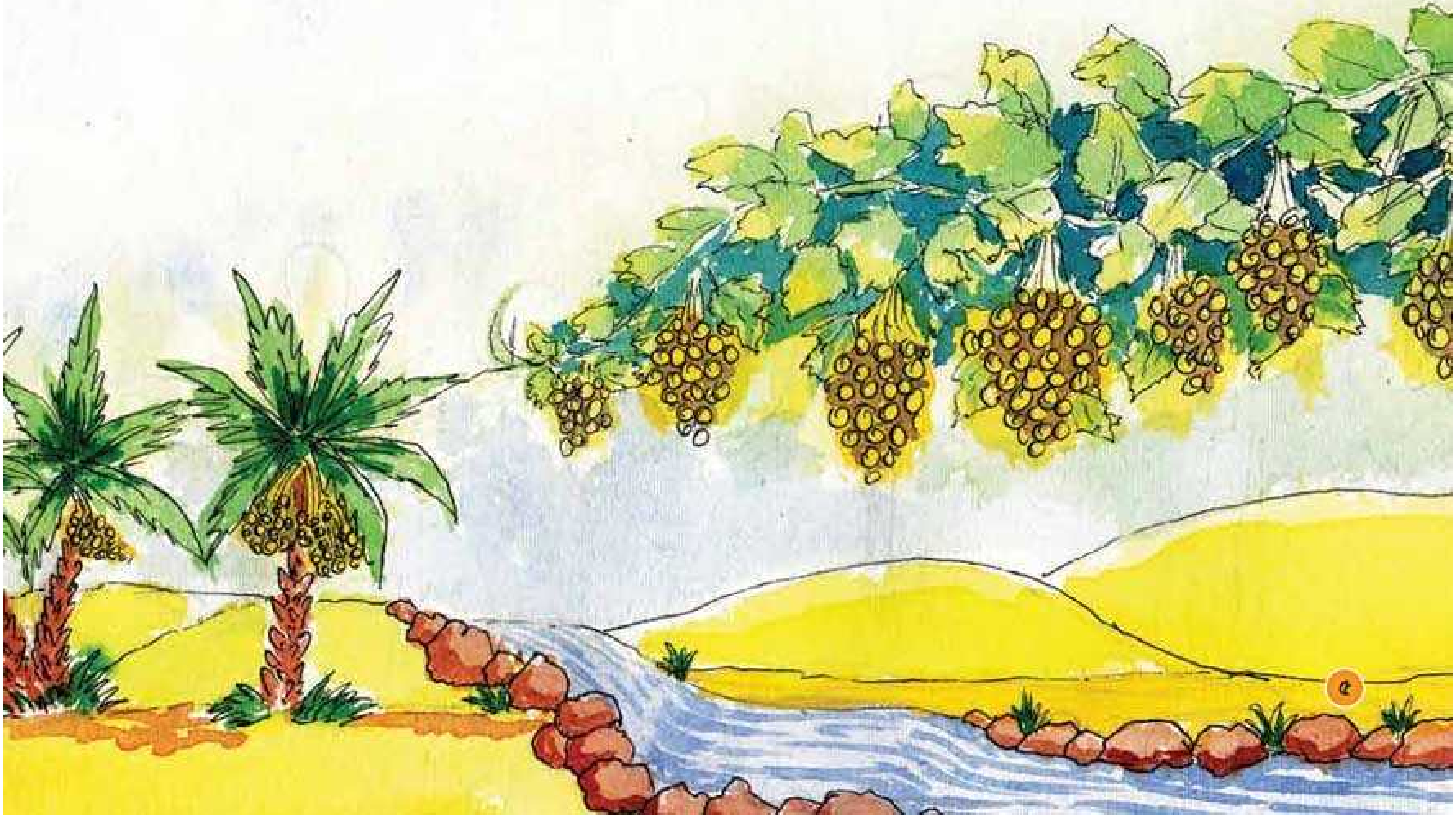

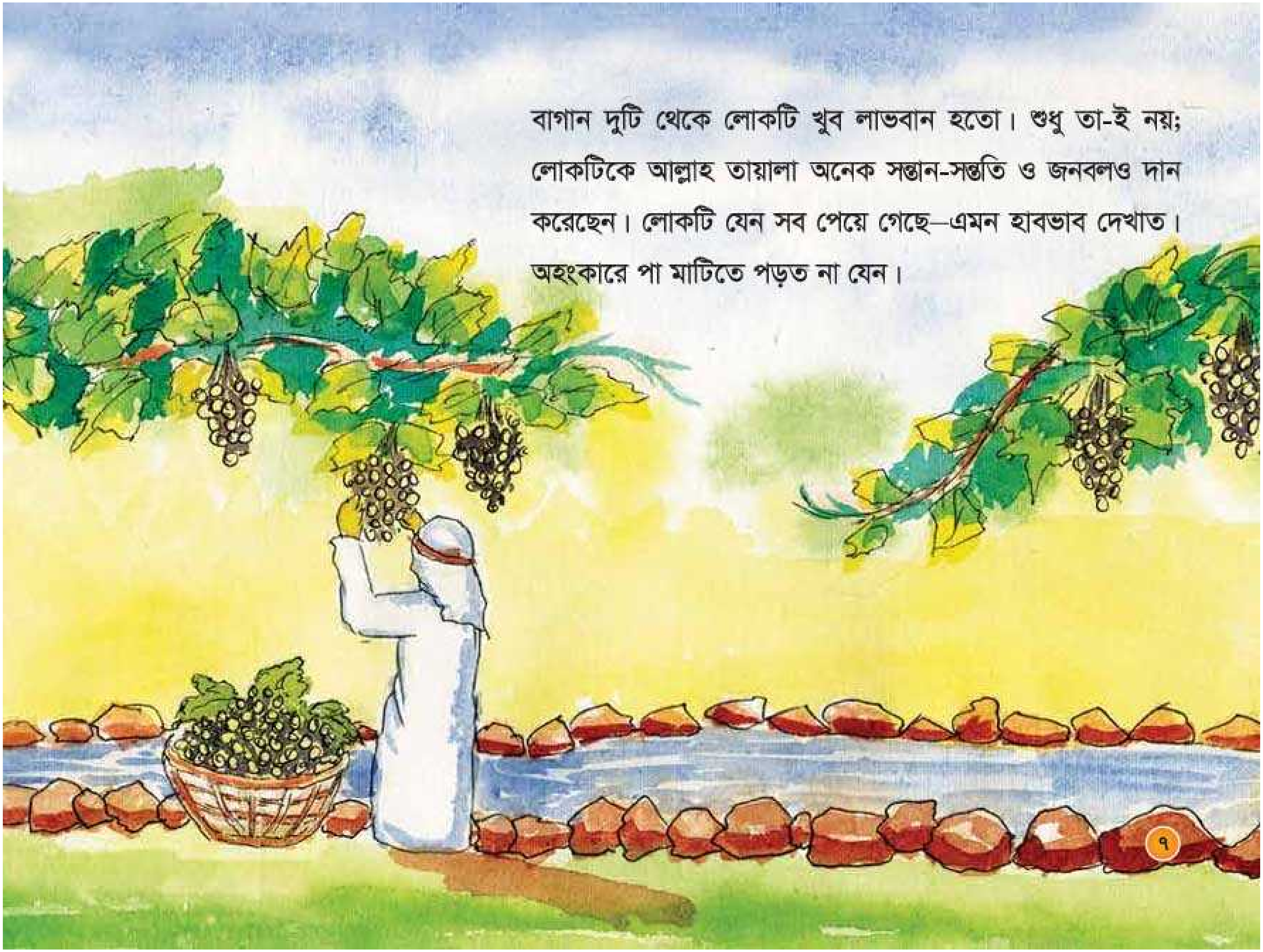

বাগান দুটি থেকে লোকটি খুব লাভবান হতো। শুধু তা-ই নয়; লোকটিকে আল্লাহ তায়ালা অনেক সন্তান-সন্ততি ও জনবলও দান করেছেন। লোকটি যেন সব পেয়ে গেছে—এমন হাবভাব দেখাত। অহংকারে পা মাটিতে পড়ত না যেন।